দৈনিক ইত্তেফাক

25

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... ... ...৫ কলাম ১ ... ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র
ঢাকা

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন)

নিরক্ষরতার অভিশাপ

কোরিয়ানরা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নতি লাভ করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, এই উন্নতির একমাত্র রহস্য শিক্ষা। তাহাদের শিক্ষার হার এখন ৮০%-এরও উপরে। ইহার অর্থ এই নয় যে, তাহারা সবাইকে এম, বি,এ পাস করাইয়া বেকার বানাইয়াছে বরং তাহারা মেজরিটি লোকদের লেখাপড়া, হিসাব-নিকাশ রাখা ইত্যাদির ক্ষমতা দিয়াছে। ইহাকে ফাঙ্কশনাল এডুকেশন বলা যায়। অতিসম্প্রতি আমাদের একটি ইংরেজী পত্রিকায় ভারতে এই ধরনের শিক্ষার উপর বিরাট একটা সরকারী প্রজেক্টের খবর প্রকাশিত হইয়াছে। আল্লাহ জানেন ইহা পরিকল্পনা কমিশনের কাহারো নজরে পড়িয়াছিল কিনা। আমাদের এই ধরনের প্রজেক্ট অতিশীঘ্র চালু করা উচিত। এই ধরনের প্রজেক্টের মাধ্যমে গ্রামের লোকদের অতিশীঘ্র অতিপ্রয়োজনীয় শিক্ষাটুকু দেওয়া সম্ভব।

আর একটি কথা। একটি নিরক্ষরতামুক্ত জাতিকে আগাইয়া নেওয়া অনেক সহজ। জাতি শিক্ষিত হইলে বেকারত্ব থাকিবে না। জনসংখ্যা বৃদ্ধি আপনাআপনি হ্রাস পাইবে। খাদ্য, আহার, বাসস্থান আমরা অতিসহজে যোগাড় করিতে পারিব।

—এরফান আলী, বি/৫, রোড ২৩, বনানী।

কুমিল্লা বোর্ডের ১৯৮৪ এইচ, এস, সি সার্টিফিকেট

কুমিল্লা বোর্ডের ১৯৮৪ সালে অনুষ্ঠিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট এখনও কলেজসমূহে পৌঁছায় নাই। অন্যদিকে ঢাকা বোর্ডের ১৯৮৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সার্টিফিকেট কলেজসমূহে আরো তিন মাস/চার মাস আগে পৌঁছিয়াছে। আমাদের বিশেষ অনুরোধ, কেন কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে কাজগুলি সম্পাদনের ব্যবস্থা করিতেছেন না, উহা তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—এনাম, নোমান (স্যার) এফ রহমান হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।